তারিখ 26 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

প্রথম আলো

বাংলাদেশির মামলায় যুক্তরাজ্যে শিক্ষার্থী বিতাড়ন বন্ধ হচ্ছে

তবারুকুল ইসলাম, লন্ডন

ইংরেজির দক্ষতা যাচাই পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে গণহারে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিতাড়ন করে আসছিল যুক্তরাজ্য। ভুক্তভোগী এক বাংলাদেশি ছাত্রের মামলায় এই পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করলেন দেশটির আদালত।

ব্রিটিশ অভিবাসন ও আশ্রয়বিষয়ক উচ্চতর ট্রাইব্যুনাল গত বুধবার এই রায় দেন। এর ফলে যেসব শিক্ষার্থী অন্যায়ভাবে বিতাড়নের শিকার হয়েছেন, তাঁদের পুনরায় যুক্তরাজ্যে ফেরা কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবিরও সুযোগ তৈরি হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

মামলা করা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর নাম শরীফ আহমদ মজুমদার। বাড়ি ফেনীর ফুলগাজীতে। শরীফের পক্ষে বাঙালি মালিকানাধীন আইনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল সলিসিটরস মামলাটি পরিচালনা করে।

ঘটনার শুরু ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওই সময় বিবিসির 'প্যানারমা' অনুষ্ঠানে দেখানো হয়, ভিসার মেয়াদ বাড়াতে প্রয়োজনীয় ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন। পূর্ব লন্ডনের একটি সেন্টারে একজনের পরীক্ষা আরেকজন দিয়ে 'টেস্ট অব ইংলিশ ফর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশনস' বা টয়েক সনদ অর্জন করছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস (ইটিএস) ওই সেন্টার পরিচালনা করত।

পরে তদন্ত শেষে একই বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানায়, অন্তত ৪৬ হাজার টয়েক সনদ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। তখন এই সনদকে অযোগ্য ঘোষণা করে সরকার। যাঁরা টয়েক সনদ ব্যবহার করে অতীতে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছেন, তাঁদের ধরে বিতাড়ন করতে শুরু করে দেশটি। অনেকে হয়তো শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবী বা পারিবারিক ভিসা কিংবা স্থায়ী হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু অতীতে টয়েক সনদ ব্যবহারের জন্য সেই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হয়। সেই সঙ্গে ৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশি শিক্ষার্থী পড়ানোর লাইসেন্স বাতিল হয়। এতে বিপাকে পড়েন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশিসহ হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থী শরীফ আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট লন্ডনে এমবিএ পড়া অবস্থায় ২০১৪ সালের শেষের দিকে তিনি বাংলাদেশে বেড়াতে যান। ফেরার পথে তাঁকে হিথরো বিমানবন্দরে আটকানো হয়। কারণ, তিনি ২০১২ সালে টয়েক সনদ ব্যবহার করে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছিলেন। টানা ১০ ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। এরপর তিনি বিষয়টি আদালতে চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু নিম্ন আদালতে হেরে যান। তখন তিনি উচ্চ আদালতে যান।

শরীফ আহমদ বলেন, বিবিসির প্যানারমা অনুষ্ঠানে সনদ জালিয়াতির বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন সাংবাদিক রিচার্ড ওয়াটসন। তিনি ওই সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর রিচার্ড আদালতে শরীফের পক্ষে সাক্ষ্য দেন।

এদিকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি অন্যায় আচরণের বিষয়ে জবাবদিহি করতে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেসা মেকে ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রবিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারম্যান কিথ ভাজ।